দৈনিক বাংলা

64

তারিখ 18 JAN 1990

পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সফল করুন ঃ এরশাদ

লালমনির হাট, ১৭ই জানুয়ারী (বাসস)।– প্রেসিডেন্ট এরশাদ আজ এখানে বলেন যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সাফল্য অভিভাবকদের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল।

শিক্ষার সুযোগ নিতে ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহবান জানিয়ে প্রেসিডেন্ট বলেন যে সরকারের, লক্ষ্য হচ্ছে দেশের সব শিশুকে প্রাইমারী শিক্ষাদান ও যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা।

স্থানীয় মজিদা খাতুন মহিলা কলেজ প্রাঙ্গণে এক বিশাল জনসমাবেশে প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ এই আহবানজানান।

তিনি আরো বলেন যে, দেশের প্রত্যেক নাগরিককে পড়া, লেখা ও গণনা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানদান, তাদের ভালোমন্দ চেনার সুযোগ সৃষ্টি ও জনশক্তির মান উন্নয়নের জন্যই সরকার, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে।

আজ সকালে প্রেসিডেন্ট হেলিকপ্টারে বুড়িমারী পৌছান এবং বুড়িমারী– লালমনির হাট সড়কের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি দেখার জন্য সড়ক পথে লালমনির হাট পৌছেন। ১শ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করতে তার প্রায় ৫ ঘন্টা সময় লাগে। রাস্তায় তিনি বেশ কয়েকটি জনসমাবেশে ভাষণ দেন।

প্রেসিডেন্ট সড়ক পথে লালমনির হাট যাবার সময় হাজার হাজার মানুষ তাকে দেখার জন্য ভিড় জমায়। তারা ব্যানার ও হাত নাড়িয়ে প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা জানায়।

রাস্তার অনেক জায়গায় অপেক্ষমাণ জনতা প্রেসিডেন্টের ওপর ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে দিয়ে স্বাগত জানায়। রাস্তায় অনেকগুলো তোরণও নির্মাণ করা হয়।

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

(প্রথম পৃঃ পর)

পথে প্রেসিডেন্ট বুড়িমারী, পাটগ্রাম, বাউরা, হাতিবান্ধা, ভোটমারী ও আদিতমারীতে বিপুল জনসমাবেশে ভাষণ দেন।

লালমনির হাট পৌছালে হাজার হাজার জনতা তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। তিনি লালমনির হাটের নবনির্মিত কালেক্টরেট ভবন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। কালেক্টরেট ভবন প্রাঙ্গণে তার মায়ের নামে নির্মিত মজিদা খাতুন মহিলা কলেজেরও তিনি দ্বারোদঘাটন করেন। যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন এ সময় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ছিলেন।

বিভিন্ন জনসভায় প্রেসিডেন্ট অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষার উল্লেখ করে বলেন যে এর ফলে দেশে সুমাতা তৈরি হবে–যারা ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্যশিক্ষা ও লেখাপড়া শেখাতে সাহায্য করবে। শিক্ষিত নারী সমাজ যৌতুকের অভিশাপ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

লালমনির হাট–বুড়িমারী সড়ক প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন যে তার সরকারই প্রথম এই সড়ক পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি আরো বলেন যে এই সড়ক পথেই বাংলাদেশ–ভূটান বাণিজ্য চলে। প্রেসিডেন্ট আশা প্রকাশ করেন যে সড়কটির উন্নয়ন হলে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ ও বাড়বে। এই সড়ক স্থানীয় জনগণের আর্থ সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নে সহায়ক হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

লালমনির হাট ও আদিতমারিকে তিস্তার ভাঙনের হাত থেকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও প্রেসিডেন্ট আশ্বাস দেন।

দেশের রাজনীতি প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট এরশাদ জনগণকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন যে বিরোধী দলের একটি অংশের ধ্বংসাত্মক রাজনীতি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত করছে।

অন্যদিকে জাতীয় পার্টির কল্যাণভিত্তিক উন্নয়নের রাজনীতি দেশে নবজীবনের সঞ্চার করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জাতীয় পার্টির ভিত্তিমূল এখন দৃঢ়।

তিনি আরো বলেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিদিনই বহুলোক বর্তমান সরকারের, রাজনীতির প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে এবং এতেই এই সরকারের জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়।

ভাষণে প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন যে সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গি ও প্রতিশ্রুতি পূরণের সদিচ্ছার জন্যই দেশে স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট আরো বেশি করে তৈরি হয়েছে। বেড়েছে কৃষি ও শিল্পখাতে উৎপাদন।

গুচ্ছগ্রাম,ঋণ সালিশী বোর্ড, কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও নারী শিক্ষার উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে গ্রামের লোকের সুবিধার জন্যই সরকার এসব পদক্ষেপ নিয়েছে। জনসভায় প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ আরো বলেন যে যমুনা সেতুতে রেললাইন থাকবে বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য দাতা সংস্থাগুলো এই প্রকল্প অনুমোদন করায় প্রেসিডেন্ট সন্তোষ প্রকাশ করেন। সেতু বরাবর প্রাকৃতিক গ্যাসের লাইন উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে যাবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

প্রেসিডেন্ট আসন্ন উপজেলা নির্বাচনে সৎ ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিদের নির্বাচিত করার আহবান জানান।